ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টিআইবির গবেষণা পরিচালনায় মৌলিক নিয়মাবলি ও প্রক্রিয়া

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও নাগরিক চাহিদাকে সোচ্চার ও কার্যকর করার জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা, জনসম্পৃক্ততা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। টিআইবি কোনো ব্যক্তির দুর্নীতির ওপর তদন্ত বা গবেষণা করে না। যে কোনো পর্যায়ের দুর্নীতির প্রতিকার করা, দুর্নীতির দায়ে কোনো ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা, বা তার জবাবদিহি নিশ্চিত করা ইত্যাদির এখতিয়ার টিআইবির নেই। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধক চাহিদা জোরদার করা টিআইবির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন গুরত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, প্রক্রিয়া, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য টিআইবি ভত্তিতে সুপারিশ-নির্ভর অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অধিপরামর্শ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশলগত প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন-সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গীকার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও এর প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করা টিআইবির গবেষণা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য।

গবেষণা পরিচালনায় মৌলিক নিয়মাবলি

১. গবেষণা কার্যক্রম নির্বাচনে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, খাত ও ইস্যুকে বিবেচনা করা হয়। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কোনো গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় না। গবেষণা বা অন্য কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা টিআইবির এখতিয়ার নয়;

২. প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা ও নীতির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা, দুর্নীতির ধরন, প্রক্রিয়া, কারণ ও প্রভাব উদ্‌ঘাটন এবং গবেষণালব্ধ সুপারিশ-নির্ভর অধিপরামর্শের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন-সহায়ক কাঠামোকে শক্তিশালী করতে অবদান রাখা টিআইবির উদ্দেশ্য;

৩. গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সামাজিক-বিজ্ঞান গবেষণায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিজ্ঞানসম্মত এবং নিরপেক্ষ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়;

৪. গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে টিআইবির বিদ্যমান প্রাসঙ্গিক নীতিমালা যেমন- নৈতিক আচরণবিধি, সুরক্ষা নীতিমালা, জেন্ডার নীতিমালা, তথ্য সুরক্ষা নীতিমালা ইত্যাদি অনুসরণ করা হয়;

৫. তথ্য সংগ্রহের পূর্বে তথ্যদাতাদের গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং তাঁদের প্রদত্ত অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য ব্যবহারে সম্মতিগ্রহণ করা হয়;

৬. টিআইবির গবেষণায় তথ্য প্রদানকারীদের স্বাধীন এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও মতামত এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। তথ্য সংগ্রহের যে-কোনো পর্যায়ে তথ্য প্রদানকারী চাইলে নিজেকে প্রত্যাহার করতে পারেন, এমন অধিকার নিশ্চিত করা হয়;

৭. ব্যক্তি শনাক্তযোগ্য তথ্য (জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, কর শনাক্তকরণ নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর ইত্যাদি) এবং গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় নয় এমন তথ্য টিআইবির গবেষণায় সংগ্রহ করা হয় না। গবেষণা প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত সকল তথ্য ব্যবহার, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মর্যাদা ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে টিআইবির গবেষণা পরিচালনা করা হয়;

৮. তথ্য প্রদানকারীদের সুরক্ষা ও গোপনীয়তা নিশ্চিতে টিআইবি'র তথ্য সুরক্ষা নীতিমালা কঠোরভাবে মান্য করা হয়। দুর্নীতির সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তির নাম এবং পরিচয় অনুসন্ধান বা সংগ্রহ টিআইবির গবেষণা প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য নয়। কোনোভাবে যদি এ জাতীয় তথ্য-উপাত্ত টিআইবির হস্তগত হয়ে থাকে, তবে তা কোনো অবস্থায়ই প্রকাশ করা হয় না;

৯. সংগৃহীত তথ্যের বৈধতা নিশ্চিতে তথ্য যাচাই, পুনঃ যাচাই, একাধিক সূত্র থেকে তথ্যের নির্ভুলতা তথা নির্ভরযোগ্যতা ও প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যসংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করাসহ বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তথ্যের সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও যথাযথতা সুনির্দিষ্ট বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ায় যাচাই না করে কোনো প্রতিবেদনই চূড়ান্তভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না। একইভাবে কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে এমন ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় না;

১০. গবেষণায় স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও পক্ষপাত পরিহারে টিআইবি'র বিভিন্ন স্তর ও বিভাগের কর্মীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একাধিকবার পর্যালোচনা সাপেক্ষে স্বচ্ছতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

১১. গবেষণার পদ্ধতি নিরূপণ, তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনে অধিকতর পরামর্শ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, স্বনামধন্য গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মতামত গ্রহণ করা হয়;

১২. প্রতিবেদনে গবেষণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতির স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। প্রতিটি গবেষণার তথ্য ও বিশ্লেষণের বিশুদ্ধতা নির্ধারক পৃথক ভ্যালিডেশন-ম্যাট্রিক্স প্রস্তুত করা হয়;

১৩. তথ্য-উপাত্তের ক্ষতি বা অপব্যবহার রোধে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক নীতি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের জন্য সংরক্ষণ করা হয়;

১৪. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত, প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র টিআইবির স্বত্বাধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়।

এক নজরে টিআইবির গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা প্রক্রিয়া